গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(ত্রাণ কর্মসূচি অধিশাখা-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১০.১৯.৩৭০

তারিখ ০৭ আশ্বিন ১৪২৬ ব.
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি.

বিষয়: গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ নির্দেশিকা-২০১৯ (সংশোধিত)।

ভূমিকা: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরো তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকে না। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতি দরিদ্র (Hardcore Poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভূক্ত টি.আর/ কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে "গৃহহীনদের গৃহদান" কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম, আমার শহর" অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের জন্য ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকসন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহ সংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্রিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১। কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
(খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ;
(গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
(ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
(চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
(ছ) এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

অপর পাতা দ্র.

২। কর্মসূচির উপকারভোগী:

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকুলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের বসতবাড়ী করার মতো ৮০০ বর্গফুট (প্রায় দুই শতাংশ জমি) পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/ লীজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসূচির আওতাভূক্ত হবেন।

(খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া, বেদে, বাউল, আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।

(গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা মহিলা, প্রতিবন্ধীব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অথবা অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

৩। কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/ উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি অবগতির জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

(ঘ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি.আর/ কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

(জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক উপজেলাওয়ারী উপ বরাদ্দ প্রদান করবে।

(ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি.আর/ কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/ হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

অপর পাতা দ্র.

(ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ট) ১৯৮৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

৪। উপজেলা কমিটি:

(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য	প্রধান উপদেষ্টা
(২)	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(৩)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-	সভাপতি
(৪)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)-	সদস্য
(৫)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-	সদস্য
(৬)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি-	সদস্য
(৭)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-	সদস্য
(৮)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা-	সদস্য
(৯)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী-	সদস্য
(১০)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-	সদস্য
(১১)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা-	সদস্য সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করত: জেলা কমিটির নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করবে।

(খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(গ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০১ (এক)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। তবে কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী ১টির বেশী সভা করা যাবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবে। তবে কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫। জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি:

জেলা কর্ণধার কমিটি জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসুচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।

(খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি/ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

অপর পাতা দ্র.